FEB. 8 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ৪

অভিমত

ছাত্রনীতি

ছাত্র রাজনীতি। রাজার নীতি হচ্ছে রাজনীতি। তবে ছাত্ররা কি রাজা কিংবা রাজা হতে চায়? তাহলে ছাত্র রাজনীতি কি? ছাত্রের সঙ্গে রাজনীতি শব্দটি যোগ হলো কি করে? অবশ্যই ভাবার বিষয়। কবে থেকে এবং কার থেকে এ নীতিটির উদ্বোধন ঘটেছে, সে কথা বলা মুশকিল। গবেষকগণই এর উত্তর দিতে পারবেন। কিন্তু অধুনা ছাত্ররা রাজা হতে না চাইলেও রাজা বানাচ্ছে এবং চালাচ্ছে। হয়তো এজন্যই ছাত্র রাজনীতি এতো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে দিনকে দিন। বলতে গেলে, ছাত্র ছাড়া আজকের রাজা অচল। ছাত্র হচ্ছে রাজার বাহুবল, রথের চাকা, তুণের তীর আর চলতি পথের বুলডোজার। একসময় হয়তো ছিল (সুদূর অতীতে!) যখন রাজারা প্রজার কল্যাণে নীতি নির্ধারণ করতেন এবং প্রজারঞ্জনই রাজার প্রধান কর্তব্য ছিল। এজন্য রাজাকে কতোগুলো নীতি নিয়ে চলতে হতো। এরপর রাজায় রাজায় সংঘাতও রাজনীতিতে ঠাঁই করে নিলো। এরও পরে রাজা কর্তৃক প্রজা, প্রজা কর্তৃক রাজা নিগ্রহও রাজনীতিই শিরোনাম পেলো। সবশেষে রাজতন্ত্র পাঠ চুকালো- যন্ত্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি মন্ত্র জনকল্যাণে শাসকের নীতি নির্ধারণে স্থান পেলো কিন্তু তাও রাজনীতি নামটি রয়ে গেলো। আর এখন তো দুধের শিশুও বোঝে রাজনীতি কি? এখন রাজনীতি হচ্ছে রাজত্ব লাভের নীতি, রাজ্য শাসন বা চালানোর নীতি নয়। লাভ করা এবং ক্ষমতা টিকিয়ে রেখে দেশ চালানোর যা কিছু করা দরকার (সম্ভব+অসম্ভব) তা সবই রাজনীতি।

রাজনীতি যাই হোক বা হয়ে থাকুক তার সঙ্গে ছাত্রের সম্পর্ক কি? প্রাচীন ঋষিদের বাক্য- ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ। অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।

তাহলে পাঠনীতি বাদ দিয়ে ছাত্ররা রাজনীতিতে মিশলো কি করে? কি করে মিশলো তার উত্তর অবশ্য একটা আছে।

সুখের অন্বেষণই মানুষকে সংগ্রামে রত করে। সুখের কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। কেউ মদ বেচে দুধ খেয়ে সুখ পায়, কেউ দুধ বেচে মদ খেয়ে সুখ পায়। সুখের বিচিত্র প্রকৃতির জন্যই মানুষের কর্মক্ষেত্রও বিচিত্র। তবে মানুষ সেই কর্মেই ধাবিত হয় যা কম কষ্টকর এবং অধিক লাভের। ছাত্রও মানুষ। তাই আর দশজন মানুষের মতো অভাব এবং সংগ্রাম তারও জীবনের আসল সমস্যা।

উচ্চশিক্ষার দ্বারপ্রান্তে এসে হরেক রকমের আশাগুলোর রঙিন পাখনা মেলতে শুরু করার ক্ষণটিতে মানুষ নিজের অজান্তেই অনেক কিছু করে বসে। জান্তে কিংবা অজান্তে যেভাবেই হোক কোনো কিছুতে একবার অভ্যস্ত হলে সহজে তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। এ দেশের ছাত্রদের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারটা অনেকটা সে রকম।

বেশ কিছুদিন আগের কথা, পাড়ার একটি ছাত্র দশম শ্রেণীতে পড়ে। বেশভূষা যথেচ্ছা, কথাবার্তার ঢং অমার্জিত এবং সখ
দাঙ্গা বাধায়। আমি তাকে একটু
দেখতাম। একদিন ওকে ডেকে জিজ্ঞ
আচ্ছা সত্যি করে বলতো, অমন ফ্যা
চলো কেন? ও বললো- ভাইয়া, অ
মিথ্যা বলবো না। ও রকম করলে
পায় এবং ভয় পেয়ে আমাকে বসের
চলে, কথা শোনে- এটা বেশ লাগে,
অনেক ভেবে দেখলাম, কথাটা ও স
ওই ভালোলাগার নেশা ওকে ভালে
দেয় না। এমনিভাবেই এরা ভা
লাগাতে কোথায় যে তলিয়ে যায়, তা
পারে তখন আর উঠে আসতে পারে

এসএসসি পাসের পর যখন
রক্তচক্ষু নেই, শিক্ষকের শাসনের ব

লেখাপড়া করতে এসে
১৯৪৮ সাল থেকেই তৈরি হ
দেশে হয়েছে তার সবগুলোর
সাফল্য এনে দিয়েছে

ক্লাশে পড়াশুনার চাপ নেই, অথচ এ
সত্তার স্বাদ বেশ রোমান্টিক মনে হ
অনেকে বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়।

লেখাপড়া করতে এসে রাজনীতি
পড়ার প্রবণতা এ দেশে ১৯৪৮ সাল থে
হয়েছে। '৫২ থেকে শুরু করে য
আন্দোলন এ দেশে হয়েছে তার সবগু
দিয়েছে ছাত্ররা। রাজপথে রক্ত ঝরিয়ে
সাফল্য এনে দিয়েছে ছাত্ররা। কিন্তু
করেছে অন্যরা। '৭১-এর স্বাধীনতা সং
প্রত্যক্ষ করেছেন তারা জানেন, সে সম
১১ দফার কি প্রচণ্ড তেজ ছিল।
আহমেদ, নূরে আলম সিদ্দিকী, আব্দ
মাখন, আ স ম আব্দুর রব এবং শ
সিরাজের নেতৃত্বের সম্মোহনী শক্তি
অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। ২৩ মার্চ পা
জাতীয় দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

নাতকভাবে একত্রিত থাকার সুযোগ-
া চিহ্নিত করতে পেরেছে। একটি
ইউরোপীয় মার্কেট গড়ে তুলেছে
যেটি বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নে
ণত হয়েছে। সিঙ্গাপুরের মন্ত্রী আরো
ন, 'তাদের আঞ্চলিকতার রীতি
সরণ না করলেও, নিজেদের একটি
ল তৈরি করতে পারি আমরা।'
য়নের অব্যাহত ধারার জন্য এশীয়
ঞ্চলিকতাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে
ল্লখ করেন।

ইন্দোনেশিয়ায়
প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর প
টমি মান্দালাপুত্রের মধ্য
নিচে গোপন বাংকার খু
বলে গতকাল এক
জানিয়েছেন। এএফপি।

নাম প্রকাশে অনি
কর্মকর্তা গতকাল
সংকেতের সাহায্যে তা
নিচে বাংকারের সন্ধান
তারা এ বাংকার খুলতে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাং

নির্বাহী প্রকৌশ

ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমে

নরসিংদী জোন, ৫৫, কোর্ট

জ্ঞপ্তি নং-০৮/নসক/ছাত্রসংসদ/এফ,ডি/এনআর, জেড/২০০০-

দরপত্র

তদ্বারা নরসিংদী সরকারী কলেজের ছাত্র সংসদের উদ্বৃত্ত অর্থের
ন্য ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের তালিকাভুক্ত এ-১/এ-২ শ্রেণী
র মাধ্যমে সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে

) কাজের বিস্তারিত বিবরণ :

প নং	থানার নাম / জেলার নাম	কাজের বিবরণ	প্র
	সদর, নরসিংদী	নরসিংদী সরকারী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কমন রুম এবং ছাত্র সংসদ কক্ষ নির্মাণ কাজ।	=১

দরপত্র দলিলের মূল্য	:	৭৫০/- (সাতশত পঞ্চ
বায়নার টাকা	:	দরপত্রের অনুকূলে ডিপার্টমেন্ট, নরসিংদী ব্যাংক হইতে পে-অর্ড করিতে হইবে।
দরপত্র দলিলের বিক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়	:	১৮-০২-২০ ইং (অ
দরপত্র দলিল বিক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়	:	২০-০২-২০০১ইং (দু
দরপত্র বাক্স খুলিবার তারিখ ও সময়	:	২০-০২-২০০১ইং (উপস্থিত থাকেন) খো
যে সকল কার্যালয়ে দরপত্র দলিল পাওয়া যাইবে এবং গ্রহণ করা হইবে	:	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণাল সহকারী সচিব, শাখা- প্রধান কার্যালয়, ফ্যা নরসিংদী জেলা, ঢাকা/সাভার/নারায়ণ জোনসহ নিম্নস্বাক্ষর ডিপার্টমেন্ট, গাজীপুর